প্রথম আলো

তারিখ 11 6 FEB 2013
পৃষ্ঠা 20 কলাম 3

অচল রুয়েট, উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি

মোশতাক আহমেদ, রাজশাহী থেকে ●

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে আবারও অচল হয়ে পড়েছে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)। সরকার-সমর্থক ছাত্রলীগের সমর্থনে শিক্ষার্থীদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচিতে আট দিন ধরে বিজ্ঞান শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠান স্থবির হয়ে আছে। ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়ছেন।

এর আগে গত নভেম্বর মাসেও একই দাবিতে ১১ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। তখন সরকার-সমর্থক শিক্ষক ও ছাত্রলীগ প্রকাশ্যে আন্দোলন করলেও এবার তারা পেছনে থেকে সমর্থন দিচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের এক পক্ষ ক্লাসে আসতে বলছে, অপর পক্ষ নিষেধ করছে

সূত্র জানায়, প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রলীগের একটি পক্ষ শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে নিষেধ করছে। অন্যদিকে উপাচার্যঘেঁষা কিছু শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যেতে বলেছেন। এতে শিক্ষার্থীরা সংকটে পড়েছেন।

এক ছাত্রের ফল জালিয়াতির অভিযোগে উপাচার্য সিরাজুল করিম চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন চলছেও এর পেছনে সরকার-সমর্থক শিক্ষক ও ছাত্রলীগের সঙ্গে উপাচার্যের মতবিরোধ মূল ভূমিকা রেখেছে। তাঁদের সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া এবং ভেতরে ভেতরে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য মর্তুজা আলীর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্বের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে জানা যায়, স্থানীয় আওয়ামী লীগের একটি অংশও উপাচার্যের বিরুদ্ধে। উপাচার্যবিরোধী শিক্ষকদের একটি অংশ কয়েক দিন আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে দেখা করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছে।

গত মঙ্গল ও বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। রুয়েটে প্রায় ১২০ জন শিক্ষক এবং দুই হাজারের কিছু বেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, রুয়েটের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে। এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

তবে উপাচার্য সিরাজুল করিম চৌধুরী বলেছেন, কিছু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কারণেই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আশা করছেন, শিগগিরই পরিবেশ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

গত বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগামী রোববার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হবে। তবে উপাচার্যবিরোধী ছাত্রলীগ ও

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ১

অচল রুয়েট, উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রগতিশীল শিক্ষকেরা এ বিষয়ে সরাসরি প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে বলছেন, সাধারণ শিক্ষার্থীরা যদি ক্লাসে যেতে চান, তাহলে তাঁদের বলার কিছু নেই। তবে সূত্রগুলো বলছে, সাধারণ শিক্ষার্থীরা যাতে ক্লাসে না যান, সে জন্য ছাত্রলীগ চাপ দিচ্ছে। এ অবস্থায় ক্লাস-পরীক্ষার তারিখ দিলেও পরিস্থিতি কতটুকু শান্ত হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

উপাচার্য ও সহ-উপাচার্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়ে উপাচার্য বলেন, 'কিছু কিছু বিষয়ে মতের মিল হয়নি, তবে দ্বন্দ্ব নেই। একসঙ্গে বসেই বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো জানিয়েছে, গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা কিছু দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলীর কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। একজন শিক্ষক জানান, ছাত্রলীগের দাবি ছিল, 'সংগঠন চালানোর খরচের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারেরা যেন তাদের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেন। এ নিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রশাসনের সঙ্গে ছাত্রলীগের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

তবে, রুয়েট ছাত্রলীগের আহ্বায়ক হারুন অর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, খরচের টাকা চাওয়ার অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। বরং বেশি টাকায় ঠিকাদারদের দুটি উন্নয়নমূলক কাজ দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষতির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁরা। তবে, এক ছাত্রের ফল জালিয়াতির ঘটনায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে তাঁদের সমর্থন আছে।

ছাত্রলীগের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে প্রগতিশীল শিক্ষকদের সঙ্গেও উপাচার্যের মতবিরোধ দেখা দেয়। এতে উপাচার্যের কাছের শিক্ষকেরাও আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকেন। প্রগতিশীল শিক্ষকদের অভিযোগ, উপাচার্য তাঁদের পরিবর্তে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের তোষণ করছেন। তবে, প্রগতিশীল শিক্ষকদের সঙ্গে সহ-উপাচার্যের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।

এমনি পরিস্থিতিতে জালিয়াতি করে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রের ফল পরিবর্তন করার অভিযোগ ওঠে। বলা হয়, উপাচার্যের নির্দেশেই ওই ছাত্রের ফল পরিবর্তন করা হয়।

এ নিয়ে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে। পরে এর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরিষদভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও যুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ঐক্য পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা গত ১৫ নভেম্বর আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার কারণে কয়েক দিন আন্দোলন স্থগিত করে ২৬ নভেম্বর থেকে আবারও আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে থাকা ১৩ জন শিক্ষক ও একজন গ্রন্থাগারিক পদত্যাগ করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে।

জটিল পরিস্থিতিতে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের মধ্যস্থতায় এবং উপাচার্যকে সরিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে গত ৬ ডিসেম্বর আন্দোলন স্থগিত করা হয়। ফল জালিয়াতির ঘটনা তদন্তের জন্য সিন্ডিকেট সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মুহম্মদ নূরুল্লাহর নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও কার্যত তদন্তে এখনো কোনো অগ্রগতি নেই। উপরন্তু, ১৪ জনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাঁদের স্থলে অন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে প্রগতিশীল শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মেয়রের আশ্বাস অনুযায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় এবার শিক্ষার্থীরা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি শুরু করেন।

রাকিবুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় সেশনজটে পিছিয়ে পড়ছি। আমরা চাই, সংকটের সমাধান করে দ্রুত শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক।'

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের জের ধরে পদত্যাগী ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের সহসভাপতি শামীমুর রহমান বলেন, 'বর্তমান উপাচার্যকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আর চান না। তাই ওনাকে পদে রেখে সমস্যার সমাধান হবে না।'

(প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)